পূর্বাশার আলো

প্রকাশনায়, সিইপিআরপি প্রকল্প

৩১ তম (সেপ্টেম্বর) সংস্করণ, তারিখ ৩০/০৯/২০২০, কক্সবাজার জেলায় অবস্থানরত স্থানীয় ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির জন্য কভিড-১৯ এর জরুরী প্রস্তুতি এবং সাড়া প্রদান প্রকল্প, উখিয়া রিলিফ অপারেশন সেন্টার, উখিয়া, কক্সবাজার।

কোস্ট ট্রাস্ট দাতা সংস্থা ইউনিসেফের সহায়তায় কক্সবাজার জেলার স্থানীয় ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির শিশুদের সুরক্ষায় কোভিড-১৯ এর জরুরী প্রস্তুতি ও সাড়া প্রদান প্রকল্প উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার ৭টি ক্যাম্প এবং ৩টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ১৩ মে থেকে ১২ নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত। কোভিড-১৯ মহামারীর হতে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের সুরক্ষায় প্রকল্পটি কেইস ম্যানেজমেন্ট সেবা, মনোসামাজিক সেবা, সচেতনতা মূলক প্রচারণার অংশ হিসেবে লিফলেট বিতরণ, বিলবোর্ড স্থাপন, পোস্টার ও আইইসি উপকরণের ব্যবহার ছাড়াও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা হ্রাসে রেফারেল সেবা প্রদান করছে। যা প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় সক্ষম ও সচেতন করবে।

ইউনিসেফ কক্সবাজারের সিপি ম্যানেজার ক্যাম্প-৮ই এর মাল্টিপারপাস সেন্টারের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন

কক্সবাজার ইউনিসেফ অফিসের চাইল্ড প্রোটেকশন ম্যানেজার প্যাট্রিক হেলসন বলেন, 'কোস্ট মাল্টিপারপাস সেন্টারের মাধ্যমে একটি মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এখানে রোহিঙ্গা কিশোর-কিশোরীরা তাদের কমিউনিটির সুরক্ষার জন্য কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সাবান উৎপাদন করছে।'

সাবান উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন ইউনিসেফ প্রতিনিধিবর্গ । ছবি: জুনাইদুল ইসলাম জুয়েল, এফএমও

গত ০১সেপ্টম্বর ২০২০ তারিখে ইউনিসেফ কক্সবাজার এর প্যাট্রিক হেলসন (চাইল্ড প্রোটেকশন ম্যানেজার) এবং জান্নাতুল ফেরদৌস রুমা (চাইল্ড প্রোটেকশন অফিসার) কোস্ট ট্রাস্ট-এর ক্যাম্প-৮ই-র মাল্টিপারপাস সেন্টার পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে অতিথীদের কোভিড-১৯ জরুরী কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিত করেন প্রকল্প ম্যানেজার তাজুল ইসলাম। তিনি বলেন, প্রকল্পটি কেইস ম্যানেজমেন্ট, মনোসামাজিক সেবা এবং সচেতনতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠির শিশুদের জন্য নিরাপদ এবং সুরক্ষামূলক পরিবেশ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আলোচনার পর তাঁরা রোহিঙ্গা কিশোর-কিশোরী কর্তৃক সাবান উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় ইউনিসেফ চাইল্ড প্রোটেকশন ফোকাল পয়েন্ট জান্নাতুল ফেরদৌস রুমা বলেন, 'ইউনিসেফ এর সহযোগিতায় কোস্ট ট্রাস্ট প্রান্তিক এবং ঝুঁকিপূর্ণ রোহিঙ্গা কিশোর-কিশোরীদের জন্য সাবান এবং স্যানিটারী প্যাড তৈরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। যা অবশ্যই প্রসংশনীয়।'

ক্যাম্প-ইন-চার্জ ২০ সম্প্রসারণের উদ্যোগে কোস্ট ট্রাস্টের ২৯ জন গ্রাজুয়েট কিশোর-কিশোরী পেলেন সেলাই মেশিন

সেলাই মেশিন প্রাপ্ত গ্রাজুয়েট কিশোর-কিশোরীদের মাঝে ক্যাম্প ২০ সম্প্র. এর সহকারী সিআইসি হাবিবুর রহমান। ছবি: মো: দেলোয়ার

ক্যাম্প ২০ সম্প্রসারণে কোস্ট ট্রাস্টের ২৯ জন গ্রাজুয়েট কিশোর-কিশোরীকে সেলাই মেশিন বিতরণ করলেন সিআইসি আবদুস সবুর। গত ১০ সেপ্টেম্বর তিনি 'বিশ্ব খাদ্য সংস্থার' সহায়তায় এই মেশিন বিতরণ করেন। এ সময় সহকারী সিআইসি ও অন্যান্য সংস্থার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সেলাই মেশিন পেয়ে কিশোরী ইসমাত আরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। 'আমি আজ খুবই খুশি। অন্ধকার জীবনে একটি আশার আলো দেখতে পেলাম। এই প্রথম নিজের হাতে আয় করার সুযোগ পেলাম।' কোস্ট ট্রাস্ট ২০১৯ থেকে রোহিঙ্গা কিশোর-কিশোরীদের সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কিশোর-কিশোরীদের দক্ষতা কাজে লাগানোর একটি সুযোগ করে দিলেন ক্যাম্প-২০ সম্প্র:-এর সিআইসি। তিনি বলেন- 'সেলাই মেশিন বিতরণের ফলে কিশোর-কিশোরীরা আয়ের একটি সুযোগ পেল। তারা প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের যথাযথ ব্যবহার করতে পারবে। একই সাথে পরিবারে অর্থনৈতিক অবদানও রাখতে পারবে।' তিনি এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কোস্ট ট্রাস্ট-কে ধন্যবাদ জানান।

COAST Trust

পূর্বাশার আলো

প্রকাশনায়, সিইপিআরপি প্রকল্প

unicef for every child

মাল্টিপারপাস সেন্টারের প্রকৃতি সবুজের সমাহারে ভরিয়ে তুলতে গ্রহণ করা হয়েছে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

কিশোরদের সহায়তায় গাছ লাগানো হচ্ছে ক্যাম্প-৮ইতে। ছবি-জুয়েল

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ইউনিসেফ বাংলাদেশ এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) যৌথ উদ্যোগে কোস্ট ট্রাস্ট শিশু সুরক্ষা প্রকল্প "Go Green" কর্মসূচি সম্পন্ন করেছে। গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০ তারিখ ক্যাম্প-১৪ এবং ৮ই মাল্টিপারপাস সেন্টারে ৪৫টি গাছ রোপণের মাধ্যমে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। চারাগাছের মধ্যে হরিতকি, কদম, অর্জুন এবং সোনালু রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বৃক্ষরোপণের বিকল্প নেই। এরই অংশ হিসেবে সবুজায়নের প্রতি গুরুত্বারোপের লক্ষ্যে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। কেননা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল চরম ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এছাড়া এ অঞ্চলে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি আশ্রয় নেওয়ায় ব্যাপক হারে বৃক্ষ নিধন করা হয়েছে। যা পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করেছে। এটি প্রশোমনের জন্য বনায়নের প্রতি জনসচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন। সুতরাং এ ধরনের কর্মসূচি জনমনে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

প্রকল্প কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে

প্রশিক্ষণ একটি চলমান প্রক্রিয়া যা কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করে। তাই কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে এবং বিভিন্ন বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানের জন্য প্রকল্প হতে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। যৌন শোষণ ও নির্যাতন থেকে নিরাপত্তা, গো গ্রিন, ইউ-রিপোর্ট, কোভিড-১৯ কিশোর-কিশোরী কিট সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ক্যাম্প-১১, ১২, ৮-ই এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের টেকনাফ, জালিয়াপালং ও রত্নাপালং মাল্টিপারপাস সেন্টারের মোট ১০৭জন সহকর্মীকে যৌন শোষণ ও নির্যাতন থেকে নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে ৫৮ জন পুরুষ এবং ৪৯ জন মহিলা। যেখানে অংশগ্রহণকারীরা এর ৬টি মূলনীতি সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। তাছাড়া ইউনিসেফ কক্সবাজার এবং FAO ক্যাম্পের বিভিন্ন স্থান সবুজ করার লক্ষ্যে মাল্টিপারপাস সেন্টার সমূহ নির্বাচন করেন এবং এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। পরবর্তীতে প্রকল্পের প্রশিক্ষণ দল মাঠ পর্যায়ে ক্যাম্প-৮ই এর সহকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। যেখানে মোট অংশগ্রহণকারী ছিল ১১ জন যার মধ্যে ৪জন মহিলা ও ৭জন পুরুষ। প্রশিক্ষণে গাছ রোপণ, যত্ন, পরিচর্যা, সংরক্ষণ ও পরিবেশ বিভিন্ন বিষয়ে ধারণা প্রদান করা হয়। বর্তমান সময়ে কিশোর-কিশোরীদের মতামত প্রকাশের জন্য ইউনিসেফ একটি অনলাইন মঞ্চের ব্যবস্থা করেছেন। যাকে বলা হচ্ছে ইউ-রিপোর্ট। এই প্লাটফর্মে ফেইসবুক, মেসেঞ্জার, মেসেজ ও টুইটারের মাধ্যমে যুক্ত হওয়া যায়। এই ওরিয়েন্টেশানে অংশ গ্রহণ করে মোট ১৫০জন যার মধ্যে ৮৬জন ছেলে এবং ৬৪জন মেয়ে। যেখানে তাঁরা মতামত প্রকাশের পাশাপাশি নিজেদের সমাজ উন্নয়ন ও পরিবর্তনের বিভিন্ন গল্প তুলে ধরতে পারবেন। এসময়ে কোভিড-১৯ এর কারণে কিশোর-কিশোরীরা স্কুলে ও বাইরে খেলাধুলা এবং কাজে বেড় হতে পারছেনা। ফলে তাদের ভেতর একধরণের হতাশা ও মানসিক চাপের সৃষ্টি হয়েছে। এই ইস্যু নিয়ে কাজ করার জন্য ইউনিসেফ কোভিড-১৯ কিশোর-কিশোরী কিট নামে একটি নতুন কার্যক্রমের প্রচলন করেন। যার দ্বারা কিশোর-কিশোরীরা আনন্দের মাধ্যমে নতুন কিছু শিখতে পারবে। এই বিষয়ে এলএসবি ফ্যাসিলিটেটর, স্বেচ্ছাসেবক এবং ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় যেখানে মোট ৪১জন অংশ নেয় এর মধ্যে ২৮জন পুরুষ ও ১৩জন মহিলা। প্রশিক্ষণে এই কিটের ব্যবহার এবং প্রায়োগিক বিষয়ে বিভিন্ন কারিগরি দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ এডোলসেন্ট কিট বিষয়ক প্রশিক্ষণের একাংশ। ছবি-সাইফুল ইসলাম

কোভিড-১৯ এডোলসেন্ট কিটের মাধ্যমে আনন্দের সাথে শিখছে কিশোর-কিশোরীরা

বিগত মার্চ মাস হতে কোভিড-১৯ এর কারণে সকল ধরণের কার্যক্রম দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ আছে। বিশেষ করে এই মহামারীর বিশেষ প্রভাব কিশোর-কিশোরীদের উপর

COAST Trust
participants in survival strategies of coastal poor

পূর্বাশার আলো

প্রকাশনায়, সিইপিআরপি প্রকল্প

unicef
for every child

পড়েছে। তারা ঘরের ভিতর বন্দি জীবন যাপন করছে। যার প্রভাব পড়েছে তাদের মনে এবং শরীরে। কিশোর-কিশোরীদের এই অবস্থা হতে

শব্দ ও নীরবতা সেশনের সময় কিশোরী জান্নাতলে আঁকা ছবি। ছবি-আয়েশা

ইউনিসেফ এক অভাবনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তাঁরা "COVID-19 Adolescent kit" নামে জরুরী নতুন একটি কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন। যার মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীরা আনন্দের মাধ্যমে নতুন কিছু শিখতে পারবেন। এই কার্যক্রমটি পরিচালনা করা হবে হোম বেইজড সেশনের মাধ্যমে। এই কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন

কিট অনুশীলনে ব্যস্ত কিশোর-কিশোরীরা। ছবি-ইলিয়াস (৮ই)

করার জন্য প্রাথমিকভাবে ১০০০জন কিশোরীকে নির্বাচন করা হয়েছে যারা ক্যাম্প-৮ই, ১১, ১২, ১৪, ২০সম্প্র:, ২১ওমানিয়া, ২২ এবং জালিয়াপালং, রত্নাপালং ও টেকনাফ মাল্টিপারপাস সেন্টারের। বর্তমানে ১৮ জন এলএসবি ফ্যাসিলিটেটরের তত্ত্বাবধানে এই সকল কিশোর-কিশোরীরা নতুন জরুরী কিটের ১২টি কাজের মধ্যে প্রথম কয়েকটি কাজ অনুশীলন করা শুরু করে দিয়েছে। যেমন-শব্দ ও নীরবতা, আমাদের ভেতরে ও বাইরে। সেই সাথে অভিযোজিত উদ্দীপক কার্ডের কন্টর অঙ্কন, আমাকে অনুসরণ কর এবং অনুপ্রেরণার কার্ডের টাওয়ার, হুপ গ্লাইডার অনুশীলন করছেন। তাদের মধ্যে অনেক কিশোর-কিশোরী বলেছেন এই কার্যক্রমে অংশনিতে তাদের খুব ভাল লাগছে। ক্যাম্প-২২ এর একজন কিশোরী ফাতেমা(১৪) বলেন, বিষয়টি খুবই মজার, আমি খেলতে খেলতে আনন্দের সাথে নতুন বিষয়ে জানতে পারছি এবং তা বাড়িতে বসে।

সুঁতোর বাঁধনে দৃঢ় হচ্ছে তৈয়বদের অর্থনীতির ভিত্তি

১৬ বছর বয়সী মোহাম্মদ তৈয়ব বালুখালীর ক্যাম্প ৮ পূর্বতে পিতামাতার সঙ্গো বসবাস করেন। তিনি কোস্ট ট্রাস্ট শিশু সুরক্ষা প্রকল্প 'রোহিঙ্গা কিশোর-কিশোরীদের জন্য সুরক্ষিত ও প্রাণচঞ্চল পরিবেশ নিশ্চিতকরণ' এর তালিকাভুক্ত কিশোর ছিলেন। সে মাল্টি-পারপাস সেন্টারে জীবন দক্ষতা ও কারিগরি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে সাবান এবং জাল বুননের কাজ শিখেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি নিজ উদ্যোগে জাল বানানো শুরু করেন। ইতোমধ্যে ৪টি জাল তৈরী করে বাজারে বিক্রয় করেছেন। মাঝেমধ্যে বাবার সঙ্গো নিজের তৈরি জাল দিয়ে মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করেন। যা তার পরিবারে বাড়তি আয়ের যোগান দিচ্ছে। তার ইচ্ছা এই কাজে আরও দক্ষ হয়ে বেশি আয় করবে।

মাছ ধরার জন্য জাল তৈরিতে ব্যস্ত কিশোর তৈয়ব। ছবি: আলম

কমিউনিটি বেইজড চাইল্ড প্রটেকশান কমিটির সদস্যের সহায়তায় বাল্যবিবাহ থেকে রক্ষা পেলেন ফরমিন বেগম

ফরামন বেগম (১৪) ক্যাম্প-১১ তাঁর বিয়ে দেওয়ার জন্য পরিবার উদ্যোগ নিয়েছিল। সেও বিয়ের জন্য রাজী ছিল। বিষয়টি সিবিসিপিসি কমিটির একজন সদস্যের সহায়তায় জানতে পারেন কমিউনিটি মবিলাইজার ও সোশ্যাল ওয়ার্কার। তাঁরা ফরমিন এবং তাঁর মায়ের সাথে সরাসরি বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক নিয়ে কথা বলেন। ফলে ফরমিনের মা সিশ্ধান্ত পরিবর্তন করেন এবং বলেন, তিনি ফরমিনকে ১৮ বছরের আগে বিয়ে দিবেন না। পরবতীতে কয়েকবার ফলোয়াপ করার পর ফরমিন জানায়, আগে আমি বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জানতাম না, এখন আমি জানি। তাই ১৮ বছরের আগে বিয়ে না করার সিশ্ধান্ত নিয়েছি। আর আমাকে বিয়ে দিতে চাইলে রুখে দাঁড়াবো। যদি কাজ না হয় সরাসরি সিআইসি স্যারকে অবহিত করবো।

কিশোরী ফরমিন-কে বাল্যবিয়ের কুফল সম্পর্কে জানাচ্ছেন স্যোসাল ওয়ার্কার। ছবি-রুম্পি বড়ুয়া

সোস্যাল এজেন্ট এর উদ্যোগে শিশুশ্রম থেকে রক্ষা পেলেন নাহিন

জালিয়াপালং মাল্টিপারপাস সেন্টারের সোস্যাল এজেন্ট মোঃ সাইদুল ইসলামের তথ্যের ভিত্তিতে নুরুল আজম

COAST Trust

participates in survival strategies of coastal poor

পূর্বাশার আলো

প্রকাশনায়, সিইপিআরপি প্রকল্প

unicef for every child

মটরসাইকেল মেরামত করছে নাহিন (বামে)। তাঁর পিতা-মাতার সঙ্গে শিশুশ্রমের ঝুঁকি সম্পর্কে হোম সেশন করছেন কোস্ট ট্রাস্ট এর কর্মীরা (ডানে)। ছবি: কুদ্দুস

নাহিন শিশুশ্রম থেকে রক্ষা পেয়েছেন। উখিয়া উপজেলার উত্তর সোনার পাড়াস্থ নুরুল আলম এর ছেলে ১২ বছর বয়সের কিশোর নাহিন। তিনি মটর সাইকেল গ্যারেজে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতেন। বিশেষ করে গ্যারেজে আসা হোন্ডা, মাইক্রোবাস ইত্যাদির ব্যাটারি, মুবিল, এসিড, গাড়ির বিভিন্ন যন্ত্রাংশ পরিবর্তন করতেন। নাহিনের এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যুক্ত থাকার খবর পেয়ে জালিয়াপালং সোস্যাল হাব এর ফোকাল সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরবতীতে সেন্টারের সুপারভাইজারের সহায়তায় তিনি নাহিনের পিতামাতা-কে শিশুশ্রমের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে বলেন। ফলে তারা নাহিনকে কাজে না পাঠিয়ে পড়াশোনার জন্য বিদ্যালয়ে পাঠানোর প্রতিজ্ঞা করেন।

মাল্টিপারপাস সেন্টার পুন:মেরামত সম্পন্ন

সম্প্রতি কোস্ট ট্রাস্ট শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের পাঁচটি মাল্টিপারপাস সেন্টারের মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। দাতাসংস্থা ইউনিসেফের জরুরি তহবিলের (১৪০০০০/= একলক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা) মাধ্যমে সীমানা বেড়া, চালের ছাউনি, সৌরবিদ্যুৎ প্যানেল ও এর সাথে সংযুক্ত তারের সমন্বয় সাধন, সেন্টারের ভেতরের দেয়ালের সজ্জা ও সৌন্দর্যবর্ধন এবং প্রয়োজন ভিত্তিতে অন্যান্য কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

ক্যাম্প-২০সম্প্র. এর মাল্টিপারপাস সেন্টারের সংস্কার পরবর্তী দৃশ্য। ছবি: ইকবাল

কোভিড-১৯ এবং শিশু সুরক্ষার সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ

কোভিড-১৯ এবং শিশু সুরক্ষা বিষয়ে কিশোর-কিশোরীদের সচেতনতার লক্ষ্যে কোস্ট ট্রাস্ট শিশু সুরক্ষা প্রকল্প লিফলেট বিতরণ করেছে। মোট ৮টি ম্যাসেজ সম্বলিত এ লিফলেট ১০৫৪৩ জনের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ম্যাসেজগুলোর মধ্যে রয়েছে কোভিড-১৯ এর কারণে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় করণীয়, এ বিষয়ে তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ে করণীয়, আক্রান্তের লক্ষণ দেখা দিলে ও পরিবারের কেউ আক্রান্ত হলে করণীয়, অনলাইনে অতিরিক্ত সময় ব্যয়ের ঝুঁকি ও কমানোর পরামর্শ, পিতা-মাতার ঝগড়াকালীন সময়ে করণীয়, লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা রোধে পরামর্শ ইত্যাদি।

ক্যাম্পের বিভিন্ন ব্লকে লিফলেট বিতরণ করছে পিয়ার লিডাররা। ছবি: মো: দেলোয়ার

সচেতনতা বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করছে পিয়ার লিডাররা

কমিউনিটির মধ্যে কোভিড-১৯ এবং শিশু সুরক্ষার ঝুঁকি কমানোর লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করছে পিয়ার লিডাররা। তালিকাভূক্ত ১১৬৬ জন পিয়ার লিডারদের মধ্যে ৯১৯ জন ইতোমধ্যে এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে। ফলে কমিউনিটির কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে কোভিড-১৯, শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহ, শিশু নির্যাতন, পাঁচার, মাদক ইত্যাদির কুফল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এক নজরে প্রকল্প কার্যক্রম (মে থেকে সেপ্টেম্বর-২০২০)

ক্রম	কার্যক্রমের নাম	অর্জন
১	কেইস ম্যানেজমেন্ট সেবা	২৭৮ জন
২	মনোসামাজিক সেবা	২৮৮৯জন
৩	সচেতনতামূলক হোম সেশন	৮১১৪জন
৪	অভিভাবকের সচেতনতামূলক সেশন	৭৮৯৮জন
৫	সিবিসিপিসি কমিটির সদস্যদের জন্য সচেতনতামূলক সেশন	৬০০ জন

AwZwi³ Z‡_¨i Rb¨ thvMv‡hvM Kiæb ‡gv: ZvRyj Bmjvg, cKí e¨e¯'vcK, wkï myiÿv cKí, ‡gvevBj: 01762-624815, B-‡gBj: tajulislam.coast@gmail.com